দৈনিক খবর

তারিখ 10 NOV 1988
পৃষ্ঠা ৬ কলাম 8

সরকার নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেনঃ শিক্ষামন্ত্রী

শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম বলেন, সরকার নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন এবং ইতিমধ্যে দেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের আইন প্রণয়নের কাজ শুরু করা হয়েছে।

পূর্ব নাসিরাবাদে বিসিআইসি'র উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত প্রথম পথকলি বিদ্যালয়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে উক্ত তথ্য প্রকাশ করে তিনি বলেন যে, শিক্ষার মাধ্যমে জনসংখ্যাকে জন সম্পদে পরিণত করতে হবে।

এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন মিসেস জিনাত হোসেন ও চট্টগ্রাম পৌর কর্পোরেশনের মেয়র সংসদ সদস্য মাহমুদুল ইসলাম চৌধুরী এবং অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সংসদ সদস্য কামরুন্নাহার জাফর। শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোশাররফ হোসেন ও পথকলি বিদ্যালয় পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও ওসমানিয়া গ্লাস শীট ফ্যাক্টরীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জমিউল ইসলাম। তাছাড়া শুরুতে স্বাগত ভাষণ দেন বিসিআইসি'র চেয়ারম্যান মোহাম্মদ তোহা।

শিক্ষামন্ত্রী সকলকে লক্ষ্য করে বলেন, বর্তমানে দেশে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান যেভাবে বেড়ে যাচ্ছে, তাকে রোধ করে কমিয়ে আনতে হবে। অন্যথায় কারো পক্ষে নিরাপদে বাস করা সম্ভব হবে না। তাই রোজগারী শিশু ও কিশোরসহ সকলকে শিক্ষা দিয়ে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে দেশকে মুক্ত করতে হবে। তিনি বলেন যে, বিশ্বে ৫০০ কোটি নিরক্ষর লোক রয়েছে।

তিনি নিরক্ষরতা দূরীকরণে ও দারিদ্র হটাবার জন্য জনগণকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসার আহবান জানান। বেগম জিনাত হোসেন বলেন, পথকলিরা আজ আর উপেক্ষিত নয়। তাদেরকে সম্মানের সাথে সচেতন দায়িত্ববান নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। এদের প্রতি যথাযথ দায়িত্ব সমাজকে অবশ্যই পালন করতে হবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, পথকলি প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই ভাগ্যহীন শিশু-কিশোরদের জন্য দিগন্তের দ্বার খুলে দেয়া হয়েছে। মেয়র জনাব মাহমুদুল ইসলাম চৌধুরী চট্টগ্রাম নগরীকে রাষ্ট্রপতির আগ্রহ অনুযায়ী একটি আধুনিক শহরে পরিণত করার জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেন এবং পৌর কর্পোরেশনের উদ্যোগে সত্বর চট্টগ্রাম শহরে আরো একটি পথকলি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার কথা ঘোষণা করেন। পরে মিসেস জিনাত হোসেন আনুষ্ঠানিকভাবে পথকলি বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করেন। খবর বিজ্ঞপ্তির।